দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 SEP 1987 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...ক্ষক-কর্মচারীদের সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল

...কা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ৭৩ দিন পর খুলছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৭৩ দিন পর আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা, সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে ছাত্র, শিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসবিরোধী মৌন মিছিল বের হবে।

উপাচার্য গতকাল শনিবার রাতে 'সংবাদ'কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা ও সুষ্ঠুভাবে ক্লাসের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আশাবাদী। কারণ ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আজ ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে ছাত্র, শিক্ষকসহ সবারই যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে জনমত গড়ে উঠেছে।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও শান্তি বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে খোলা রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কতদিন পুলিশ থাকবে জানতে চাওয়া হলে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তিনি বলেন, পুলিশের অবস্থান বর্তমানে দরকার। তবে এই অবস্থান সাময়িক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।'

অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, হল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মেধাভিত্তিতে সিট বন্টন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

হবে। এ লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। কাজেই সিট সমস্যার যদি সমাধান করতে পারি তাহলে হলের সমস্যার সমাধান হবে। অবৈধ ও অছাত্র যাতে না আসতে পারে সেজন্য ছাত্রদেরও সজাগ হতে হবে। তিনি বলেন, রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে হলের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। রোলকল হচ্ছে।

উপাচার্য জানান, সরকারের উচ্চপর্যায়ের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

মৌন মিছিল

সকাল সাড়ে ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে সন্ত্রাস বিরোধী শান্তি মিছিল বের করা হবে। ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা এ মিছিলে অংশ নেবেন। শিক্ষার সুষ্ঠু ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার সংকল্প ব্যক্ত করা এবং জুলাই মাসের সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিহত ছাত্রদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ এ মৌন মিছিলের কর্মসূচী নিয়েছে।

উপাচার্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর মিছিল শুরু হবে। মিছিলে যোগ দেয়ার সুবিধার জন্য ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও অফিস বন্ধ থাকবে।

ডাকসুর সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান ও বাংলাদেশ ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি শাহাবুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম এবং জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি নুরুল ফজল বুলবুল ও সাধারণ সম্পাদক ইনায়েতুর রহিম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মোস্তফা ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক মুকুল, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল আমিন ও আবেদ রাজা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আজিজ-মীরাজ) এর সভাপতি এম, এ আজিজ ও সাধারণ সম্পাদক মীরাজুল ইসলাম আব্বাসী পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি মিছিলে অংশ নেয়ার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাত্র-শিক্ষক-রাজনৈতিক কর্মী সমাবেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার নীতিমালা ঘোষণা

রাজশাহী, ২৬শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠন আজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র-শিক্ষক-রাজনৈতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের এক বিরাট সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত ও মাদকদ্রব্যমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

উপাচার্য এম, এ রকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রণীত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

ঘোষিত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে যেকোন অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মারণাস্ত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও বহনকারীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও দেশে

(৭-এর পাতায় দেখুন)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। এতে উল্লেখ করা হয় যে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। এছাড়া অপসংস্কৃতির প্রচার ও অসৌজন্যমূলক আচরণও দণ্ডনীয় বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঘোষিত নীতিমালায় ক্লাস ও পরীক্ষার কাছাকাছি জায়গায় মাইকে প্রচার, মিছিল ও শ্লোগানকে অনভিপ্রেত বলা হয়েছে। জবরদস্তিমূলকভাবে হলে সীট দখলকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে হলে থাকাও নীতিমালায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সমাবেশে সকল রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন।

সমাবেশে নীতিমালা রক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতিনিধি শিক্ষক প্রতিনিধি এবং গণতন্ত্রমনা, অসাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতার পক্ষের সকল ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ গঠন করা হয়েছে।